ভোরের কাগজ

179

তারিখ ... SEP. 12 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 9

মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা কেন?

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাঁচ বোর্ডে তিন বিভাগে ফলাফলের ভিত্তিতে সম্মিলিত মেধা তালিকার পাশাপাশি মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা করা হয়। মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা কবে থেকে শুরু হয়েছে, জানি না। তবে আমার মনে হয় সম্মিলিত মেধা তালিকাগুলোতে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মেয়েরা প্রথম দিকের স্থানগুলো দখল করে নিচ্ছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, পাঁচ বোর্ডের তিন বিভাগে মোট ১৫টি সম্মিলিত মেধাতালিকায় পাঁচটিতে প্রথম স্থান মেয়ে, ছয়টিতে দ্বিতীয় স্থান মেয়ে, ছয়টিতে তৃতীয় স্থান, ছয়টিতে চতুর্থ স্থান মেয়েরা পেয়েছে। তাছাড়া মেধাতালিকাগুলোর মোট ৩৮৮ জনের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ১১৯ জন। পাসের হারের ক্ষেত্রেও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ১৯৯৮ সালে এইচএসসিতে ছেলেমেয়েদের পাসের হার ছিল যথাক্রমে ৪৫.৫৪ ও ৪৭.০০ ভাগ। এবার তা শতকরা ৫১.৪৩ ও ৫৬.৪৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও একইভাবে মেয়েরা এগিয়ে। যেখানে সম্মিলিত মেধা তালিকাগুলোতে মেয়েরা শীর্ষস্থান দখলের পাশাপাশি মেধাতালিকার এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে এবং এই হারও ক্রমাগত বাড়ছে সেখানে মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা রাখার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। মেয়েদের জন্য আলাদা মেধাতালিকা তাদের প্রতি করুণারই নামান্তর। আমি বান্ধবী মহলের অনেকেরই মতামত নিয়ে দেখেছি যে, তারা কেউ মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকায় পক্ষে নয়। আমাদের প্রস্তাব, মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা বন্ধ করা হোক। আর যদি মেয়েদের জন্য মেধাতালিকা রাখতেই হয় তাহলে ছেলেদের জন্যও আলাদা মেধাতালিকা তৈরি করা হোক।

আয়েশা
অর্থনীতি বিভাগ
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়,
সিলেট।